দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ..25. OCT 1990
পৃষ্ঠা... ১ ...কলাম... ১...

সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রুল জারি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ

(সুপ্রীম কোর্ট রিপোর্টার)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা সংক্রান্ত ১৩ই অক্টোবরের আদেশ কেন অবৈধ ও আইনগত ক্ষমতা-বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে না এক সপ্তাহের মধ্যে কারণ দর্শাইবার জন্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, মুখ্য সচিব, আইন ও বিচার বিভাগীয় মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ সরকারী প্রেস এবং বাংলাদেশ ফরমস এণ্ড পাবলিকেশনস-এর উপ-নিয়ন্ত্রকের প্রতি গতকাল (বুধবার) এক রুল জারি করিয়াছেন। সেই সঙ্গে হাই-কোর্ট বিভাগ রীট পিটিশনটি

(শেষ পৃঃ ৩-এর ৭ঃ কঃ)

অধ্যাদেশ চ্যালেঞ্জ

(১ম পৃঃ পর)

শুনানির উদ্দেশ্যে আগামী ৩১শে অক্টোবর এক নম্বর আইটেম হিসাবে দৈনিক কজলিস্টে তালিকাভুক্তি করার নির্দেশ দিয়াছেন।

গতকাল বিচারপতি এম, এ, জলীল ও বিচারপতি কাজী শফি-উদ্দিনের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ রীট পিটিশনটি প্রাথমিক শুনানির জন্য গ্রহণ করেন।

গত ১৩ই অক্টোবর ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়সহ ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণার আদেশ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (শান্তি-শৃংখলা) অধ্যাদেশের সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া ৯ জন শিক্ষক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, অভিভাবক ও ছাত্রনেতা গত মঙ্গলবার সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের কার্যালয়ে পেশ করেন। গতকাল রীট পিটিশন প্রকাশ্য আদালতে পেশ করা হয়। যাঁহারা রীট পিটিশন পেশ করিয়াছেন, তাঁহারা হইলেন ডঃ আনোয়ার হোসেন, সিরাজ কামাল চৌধুরী, ডঃ সাইদুর রহমান, রাশেদ খান মেনন, ডঃ খান সারোয়ার মুর্শিদ, ফজলুল হক মিলন, মোহাম্মদ খায়রুল কবীর খোকন, মোহাম্মদ আফজাল হোসেন ও নাজমুল হক প্রধান। আবেদনকারিগণের মধ্যে কেবল রাশেদ খান মেনন হলফনামায় স্বাক্ষর করেন নাই। তাঁহার পক্ষে হায়দার আকবর খান রনো হলফনামায় স্বাক্ষর করেন।

রীট পিটিশনে বলা হয় : বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার আদেশ ১৯৭৩ সালের ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় আদেশের পরিপন্থী। ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা এবং তথায় শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার দায়িত্ব সিন্ডিকেটের উপর অর্পণ করা হইয়াছে। তবে জরুরী-কালীন সময়ে ভাইস চান্সেলর শান্তি-শৃংখলা ও সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় আদেশ দান করিতে পারেন। কাজেই ১৩ই অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা-কালে ১৯৭৩ সালের আদেশ বা অন্য কোন আইনের অধীনে এতদসংক্রান্ত আদেশ দান করার কোন ক্ষমতা সরকারের নাই। কাজেই সরকারের উক্ত আদেশ অবৈধ এবং আইনগত ক্ষমতা বহির্ভূত বটে।

রীট পিটিশনে অভিযোগ করা হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা-কালে ভাইস চ্যান্সেলরের সহিত কোন পরামর্শ করা হয় নাই কিংবা তিনিও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের জন্য সরকারের নিকট রিপোর্টও প্রেরণ করেন নাই। পক্ষান্তরে গত ১৪ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত সিন্ডি-কেট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভায় সরকারের বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার নিন্দা করা হয়।

রীট পিটিশনে বলা হয়, বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার আদেশ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (শান্তি-শৃংখলা) অধ্যাদেশ ব্যাক ডেট দিয়া প্রণয়ন করা হইয়াছে। ১৫ই অক্টোবরের পূর্বে ইহাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কারণ ১৩ই অক্টোবর রাত ১১-৩০ মিনিটে টেলিভিশনের খবরে বলা হয়, সরকারী সম্পত্তি, জীবনের নিরাপত্তা, নাগরিকদের সম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-লয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে। অথচ জারিকৃত অধ্যাদেশে শিক্ষার পরিবেশ, স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় এবং অভ্যন্তরীণ নিরা-পত্তার স্বার্থে সরকারকে সর্বোচ্চ একমাত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণার ক্ষমতা দেওয়া হই-য়াছে। কাজেই দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার ব্যাপারে প্রেস রিলিজ ও টেলিভি-শনের ঘোষণা এবং অধ্যাদেশে বর্ণিত কারণ পরস্পর বিরোধী। উপরোক্ত অবস্থায় সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, ১৫ই অক্টো-বরের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার আদেশ ও উক্ত অধ্যা-দেশের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কাজেই উক্ত অধ্যাদেশ সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী বিধায় বাতিলযোগ্য। কারণ ৯৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রেসিডেন্ট অধ্যাদেশ জারি করিতে পারেন সত্য ; কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, তিনি 'ব্যাক ডেট' দিয়াও অধ্যাদেশ জারি করিতে পারেন।

রীট পিটিশনে আরও উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৯০ সালের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ(শান্তি-শৃংখলা) অধ্যা-দেশ সংবিধানে বর্ণিত সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী সংক্রান্ত ২৭ অনুচ্ছেদ, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার সম্পর্কিত ৩১ অনুচ্ছেদ, সমাবেশের স্বাধীনতা সংক্রান্ত ৩৭ অনুচ্ছেদ এবং চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা সংক্রান্ত ৩৯ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। বর্ণিত অধ্যাদেশ দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্ত শাসন নস্যাৎ করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার আদেশ বৈষম্যমূলক, যথেচ্ছাচার, উদ্দেশ্যমূলক, অবৈধ কর্তৃত্ববিহীন বিধায় বাতিলযোগ্য। বর্ণিত আদেশের কোন আইনগত ভিত্তি ও কার্যকারিতা নাই। বর্ণিত অধ্যাদেশ দ্বারা অতীত কার্যের জন্য শাস্তির সুযোগ সৃষ্টি করা হইয়াছে। কারণ প্রকৃতপক্ষে অধ্যাদেশটি ১৫ই অক্টোবর তারিখে জারি করা হয়। কিন্তু দেখানো হইয়াছে যে, উহা জারি হইয়াছে ১৩ই অক্টোবর। বর্ণিত অধ্যাদে-শের অধীনে প্রদত্ত কোন আদেশ লংঘন করা হইলে বা উদ্যোগ গ্রহণ করা হইলে ছয় মাস কারাদণ্ড বা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ শাস্তির বিধান রাখা হইয়াছে।

আবেদনকারিগণের পক্ষে বক্তব্য শুনানি শেষে বিচারপতিদ্বয় উক্ত রুল জারি করেন।

ডঃ কামাল হোসেন আবেদন-কারিগণের পক্ষে নিবেদন পেশ করেন। শুনানিকালে আবেদন-কারিগণের পক্ষে ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, শামসুল হক চৌধুরী, ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন, ব্যারিষ্টার আমির-উল-ইসলাম, মাহমুদুল ইসলাম, এস, এম, হাসদার, জুলমত আলী খান, কে, এম, সাইফুদ্দিন আহমদ প্রমুখ আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন। সরকারের পক্ষে ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এ,এফ,এম, হাসান আরিফ উপস্থিত ছিলেন।